গাংনীতে ইসলামী ব্যাংকের এজেন্ট শাখায় চুরি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দী বাজারে অবস্থিত ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের এজেন্ট শাখায় দুর্ধর্ষ চুরির ঘটনা ঘটেছে।

গতকাল সোমবার দিবাগত রাতের কোনো এক সময়ে চোরেরা ব্যাংকের জানালার গ্রিল কেটে ভেতরে প্রবেশ করে এবং ভল্ট ভেঙে ৮ লাখ ১০ হাজার টাকা লুট করে নিয়ে যায়।

এ ঘটনায় ব্যাংকের সিসিটিভি ক্যামেরার ডিভিআরও নিয়ে গেছে চোরেরা, ফলে চুরির সময়কার কোনো ভিডিও ফুটেজ পাওয়া যায়নি। তবে, ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, গ্রাহকদের কোনো টাকা খোয়া যায়নি এবং তাদের লেনদেন স্বাভাবিকভাবে চলবে।

ঘটনার খবর পেয়ে মঙ্গলবার (৪ মার্চ) সকালে মেহেরপুর জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুল করিম, গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানী ইসরাইল এবং জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) একটি টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুল করিম বলেন, “গাংনী উপজেলার বামন্দী বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন নজরুল টাওয়ারের তৃতীয় তলায় অবস্থিত ইসলামী ব্যাংকের এজেন্ট শাখায় চুরির ঘটনা ঘটেছে। চোরেরা জানালার গ্রিল ও ব্যাংকের ভল্ট কেটে টাকা নিয়ে গেছে। ঘটনাস্থল থেকে আলামত সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে, ব্যাংকটিতে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল না, যা তদন্তে উঠে এসেছে।”

এ বিষয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে তদন্ত চলছে এবং দ্রুত দোষীদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

গাংনীতে ভোক্তার অভিযান, দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনীতে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর অভিযান চালিয়ে মেসার্স জননী স্টোর ও থ্রি স্টার ফিলিং স্টেশনকে ৩৪ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

সোমবার সকাল থেকে গাংনী উপজেলার বামুন্দী ও গাংনী বাজারে এই অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে ঔষধ, সেমাই, গ্যাস এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের পাইকারি ও খুচরা পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তদারকি করা হয়।

অভিযানে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ লঙ্ঘনের দায়ে মেসার্স জননী স্টোর-কে ৪,০০০ টাকা এবং থ্রি স্টার ফিলিং স্টেশন-কে ৩০,০০০ টাকা জরিমানা করা হয়, যা সর্বমোট ৩৪,০০০ টাকা আদায় করা হয়। দোকানে মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে এই জরিমানা করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন কৃষি বিপণন কর্মকর্তা মো. তারিকুল ইসলাম, নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মো. রিয়াজ মাহমুদ এবং জেলা পুলিশের একটি টিম।

অভিযানের সময় ব্যবসায়ীদের ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রয়, অবৈধ মজুদ না করা, সঠিকভাবে মূল্য তালিকা প্রদর্শন, ক্রয়-বিক্রয় ভাউচার সংরক্ষণ এবং মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রি না করার নির্দেশনা দেওয়া হয়।

গাংনীর মাহফুজা হত্যা মামলার

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

গাংনীতে জাতীয় ভোটার দিবস পালিত

“তোমার আমার বাংলাদেশে, ভোট দেব মিলেমিশে” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ৭ম জাতীয় ভোটার দিবস উপলক্ষে গাংনীতে বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে।

রবিবার সকালে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা নির্বাচন অফিসের আয়োজনে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি উপজেলা চত্বর থেকে শুরু হয়ে হাসপাতাল বাজার প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

পরে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত ভোটরা দিবসের আলোচনা সভায় সভাপতিত্বে করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) প্রীতম সাহা। আলোচনা বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা নাহিদ ইসলাম।

এছাড়া বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের সাবেক কমান্ডার সামসুল আলম সোনা, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মেহেরপুর জেলা শাখার সদস্য সচিব মুজাহিদুল ইসলামসহ উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী ও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ ।

আলোচনা সভায় বক্তারা জাতীয় ভোটার দিবসের গুরুত্ব তুলে ধরে ধরেন। সেই সাথে নতুন ভোটারদের নিবন্ধন ও ভোটাধিকার প্রয়োগে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

এবার বিয়াই বাড়ির হামলায় আহত বিয়াইনের মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বেতবাড়িয়া গ্রামে দুটি পরিবারের মধ্যে সৃষ্ঠ সংঘর্ষে আহত মাহফুজা খাতুন (৫৮) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন।

গকতাল শনিবার (১ মার্চ) দিবাগত রাত ৯ টার দিকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।
নিহত মাহফুজা খাতুন গাংনী উপজেলা বেতবাড়িয়া গ্রামের দিনমজুর আব্দুর রশিদের স্ত্রী।

গত বৃহস্পতিবার (২৭ ফেব্রæয়ারি) সন্ধ্যার দিকে মাহফুজা খাতুন ও তার স্বামী আব্দুর রশিদ ও ছেলে সোহেল রানাকে বিয়াই বাড়ির লোকজন ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে জখম করেছিল।

আহতদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। এদের মধ্যে মাহফুজা খাতুনের অবস্থার অবনতি হলে সেখান থেকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন চিকিৎসক। দুইদিন চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

নিহতের ছেলে রাসেল আহমেদ এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, এ ঘটনায় আমি এখন মামলা করার জন্য গাংনী থানায় রয়েছি।
রাসেল আহমেদ জানান, আমার বড় ভাই সোহেল রানার সাথে প্রায় আড়াই বছর আগে একই গ্রামের শওকত আলীর মেয়ে পিংকির বিয়ে হয়েছে। বিয়ের পর থেকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা হচ্ছিলনা। কয়েক দিন আগে আমার ভাই সোহেল রানা ও ভাবি পিংকির মাঝে মনোমালিন্য হয়। আমাদের বাড়ি এসে ঘটনাটি পিংকির চাচী দুলাল হোসেনের স্ত্রী রেবেকা খাতুন শোনেন। পরে তাঁদের পরিবারের মাঝে সত্য মিথ্যা বলে উস্কে দেন। পরে পিংকির পিতার পরিবারের লোকজন গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার দিকে আমাদের বাড়ির উপর এসে ধারালো অস্ত্র ও লাঠিশোঠা নিয়ে হামলা করে। এতে আমার আব্দুর রশিদ মা মাহফুজা খাতুন, ও ভাই সোহেল রানা জখম হন। পরে তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিই।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, এঘটনায় নিহতের ছেলে রাসেল আহমেদ বাদী হয়ে একটি লিখিত এজাহার দিয়েছেন। মামলা রুজ্জু প্রক্রিয়াধীন রয়েছেন।

জাতীয় নাগরিক পার্টি কেন্দ্রীয় সংগঠক মেহেরপুরের ছেলে সাকিল

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) কেন্দ্রীয় সংগঠক নির্বাচিত হয়েছেন মেহেরপুরের গাংনীর ছেলে অ্যাডভোকেট সাকিল আহমাদ।

সাকিল আহমাদ গাংনী উপজেলার কড়ইগাছি বামন্দী গ্রামের রুহুল আমিনের ছেলে।

রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে ২৮ ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করা নতুন ছাত্র-নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক দল ‘জাতীয় নাগরিক পার্টির’ কমিটিতে গাংনীর এই কৃতি সন্তান স্থান পান।

সাকিল আহমাদ কুষ্টিয়ার একটি ক্যাডেট মাদ্রাসা থেকে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে ঢাকার টঙ্গি তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসা থেকে আলিম পাস করেন। প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত সব পরীক্ষায় গোল্ডেন জিপিএ পেয়ে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। পরে রাজধানীর নর্দান ইউনিভার্সিটি থেকে আইন বিষয়ে স্নাতক সম্পন্ন করেন। সেখানেও তিনি প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

ছাত্রজীবন থেকেই সাকিল আহমাদ সাংবাদিকতা শুরু করেন। ঢাকার কয়েকটি শীর্ষস্থানীয় অনলাইন পোর্টাল ও পত্রিকায় কাজ করেন। পরবর্তীতে শিক্ষা জীবন শেষ করে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টে আইনজীবী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। বর্তমানে তিনি সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী হিসেবে কর্মরত আছেন।

সাকিল আহমাদ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শুরু থেকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

এদিকে অ্যাডভোকেট সাকিল আহমাদ জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) কেন্দ্রীয় সংগঠক নির্বাচিত হওয়ায় মেহেরপুর জেলা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক ইমতিয়াজ আহমেদ, সদস্য সচিব মোজাহিদুল ইসলামসহ নাগরিক কমিটির নেতৃবৃন্দ ও সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

[redacted]

[redacted]

গাংনীতে বীর মুক্তিযোদ্ধাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হেমায়েতপুর গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা আমজাদ হোসেনকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন সম্পন্ন করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার সকাল সাড়ে ১১টার সময় হেমায়েতপুর ঈদগাহ প্রাঙ্গণে তাকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়। গাংনী থানা পুলিশের একটি দল গার্ড অব অনার প্রদান করেন।

এসময় বিউগলে করুন সুর বাজানো হয়। রাষ্ট্রের পক্ষে জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাদির হাসান শামীম অভিবাদন গ্রহণ করে বীর মুক্তিযোদ্ধা আমজাদ হোসেনের মরদেহ জাতীয় পতাকা দিয়ে আচ্ছাদিত করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন- গাংনী উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের সাবেক কমান্ডার সামসুল আলম সোনা, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল, বীর মুক্তিযোদ্ধা মজিবুল হক, বীর মুক্তিযোদ্ধা শুকুর আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা আজগর আলীসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

বীর মুক্তিযোদ্ধা আমজাদ হোসেনের মরদেহে শেষবারের মত ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা সামসুল আলম সোনা বীর মুক্তিযোদ্ধা মজিবুল হক, বীর মুক্তিযোদ্ধা শুকুর আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা আজগর আলী। পরে গার্ড অব অনার ও নামাজে জানাজা শেষে স্থানীয় গোরস্থানে দাফন সম্পন্ন করা হয়।

উল্লেখ্য, বীর মুক্তিযোদ্ধা আমজাদ হোসেন বৃহস্পতিবার দিবাগত মধ্যরাতে বার্ধক্যজনিত কারণে অসুস্থ হয়ে নিজ বাড়িতে মারা যান। বার্ধক্যজনিত কারণে বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন তিনি। নিজ বাড়িতে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

মুক্তিযোদ্ধা আমজাদ হোসেনের স্ত্রী ও দুই ছেলে সহকর্মী মুক্তিযোদ্ধা, বন্ধু-বান্ধব অসংখ্য গুণগ্রাহী রয়েছেন।

গাংনীতে হত্যার ঘটনায় গ্রেপ্তার-১

মেহেরপুর জেলার গাংনীতে তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে হৃদয় হোসেন (২৪) নামে এক ব্যক্তি নিহত হওয়ার পর, স্থানীয় পুলিশ সাবেক ইউপি সদস্য সাইদুর রহমান মিলন (৪৫)-কে গ্রেপ্তার করেছে। আজ বুধবার বিকেলে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। সাইদুর রহমান মিলন গাংনী উপজেলার চরগোয়াল গ্রামের আব্দুর রহমান ওরফে ফুলচাঁদ মাস্টারের ছোট ছেলে।

জানা গেছে, আজ দুপুরে চরগোয়াল গ্রামের গোরস্থানের প্রবেশ গেট ট্রাক্টরের ধাক্কায় ভেঙে যাওয়াকে কেন্দ্র করে দু-পক্ষের মধ্যে বিরোধ তৈরি হয়। এ বিরোধের জেরে রামনগর বাজারে চরগোয়াল গ্রামের শাহাদত হোসেনের ছেলে হৃদয় হোসেনকে হাতুড়ি দিয়ে মাথায় আঘাত করা হয়। স্থানীয় মোটরসাইকেল মেকার জান্নাতের সঙ্গে হৃদয়কে হত্যার কাজে সাইদুর রহমান মিলনও তার লোকজনকে সহযোগিতা করে।

আহত হৃদয় হোসেনকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে বামন্দির সেন্ট্রাল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। হৃদয়ের মৃত্যু ঘটানোর পর বিক্ষুব্ধ জনতা জান্নাতের মোটরসাইকেল মেকারের ওয়ার্কশপে আগুন ধরিয়ে দেয়। পরে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

গাংনী থানার ওসি বাণী ইসরাইল বলেন, “জান্নাতের সহযোগী সাইদুর রহমান মিলনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যান্যদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।”

উল্লেখ্যঃ জান্নাতের বিরুদ্ধে একটি অপহরণ মামলা রয়েছে যা আদালতে বিচারাধীন। ২০১৭ সালের ১৭ ডিসেম্বর, দেশীয় তৈরি পিস্তল ও তিন রাউন্ড গুলি সহ সাইদুর রহমান মিলনকে পুলিশ আটক করেছিল এবং অস্ত্র আইনের মামলায় তাকে দশ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছিল। এরপর ২০২১ সালের ৩ মার্চ আবার ইয়াবাসহ সাইদুর রহমান মিলনকে আটক করা হয়।

এছাড়াও, সাইদুর রহমান মিলন ২০১৭ সালে বিএনপি থেকে আওয়ামী লীগে

যোগদান করেছিলেন এবং ইউপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

মেহেরপুরে তুচ্ছ ঘটনায় দু’গ্রামবাসীর সংঘর্ষে যুবক নিহত

তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে হৃদয় হোসেন
(২২) নামের এক যুবক নিহত হয়েছে। পুড়ে গেছে একটি মোটরসাইকেল ওয়ার্কসপ। সেখানে থাকা কয়েকটি মোটরসাইকেল ভষ্মিভুত হয়েছে। এঘটনায় পুলিশের অবেহলাকে দায়ী করছেন এলাকাবাসী।

আজ বুধবার সকাল ১১ টার দিকে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রামনগর গ্রামে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। নিহত হৃদয় হোসেন একই উপজেলার চরগোয়াল গ্রামের সাহাদত আলীর ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, রামনগর গ্রামের মিরা ইসলাম একটি নতুন ট্রাক্টর কিনেছেন। তার ছেলে ট্রাকটর নিয়ে চরগোয়াল গ্রামে যায়। এসময় ট্রাক্টরের ধাক্কায় চরগোয়াল গ্রামের একটি ঈদগাহের গেট ভেঙ্গে যায়। ঈদগাহের গেট ভেঙে যাওয়ায় ওই গ্রামের লোকজন ট্রাক্টরের চাবি নিয়ে নেয়। এসময় রামনগর গ্রামের জান্নাত মোটররসাইকেল ওয়ার্কসপে বসে বিষয়টি মিমাংসা করার চেষ্টা করে। এসময় উভয় পক্ষের মধ্যে তর্কবিতর্কের এক পযার্য়ে তুমুল সংঘর্ষ বেঁধে যায়। এতে হৃদয় হোসেন মাথায় লাঠির আঘাত লাগলে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তাকে উদ্ধার করে বামন্দিতে একটি বেসরকারি ক্লিনিকে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এদিকে, হৃদয় হোসেনের মৃত্যুর খবর চরগোয়াল গ্রামে পৌছালে বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসী রামনগরের গিয়ে জান্নাতের মোটরসাইকেল ওয়ার্কসপে ভাংচুর, লটুপাট ও অগ্নিসংযোগ করেন। এতে কয়েকটি মোটরসাইকেলসহ পুরো দো্কান পুড়ে ভষ্মিভুত হয়।

তবে চরগোয়াল গ্রামের জাহিদুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তি অভিযোগ করে বলেন, জান্নাতের ওয়ার্কসপে বসে মিমাংসার কথাবার্তা হচ্ছিল।

এসময় জান্নাত বলে আমার দোকানে কি বলে হাতুড়ি দিয়ে এলোপাতাড়ি মারপিট শুরু করে। তার হাতুড়ির আঘাতে হৃদয়ের মৃত্যু হয়েছে।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, ঘটনার শুরুতে খায়রুল নামের এক দারোগাকে ফোন করি। তিনি আসছি আসছি বলে না আসায় এ ঘটনা ঘটেছে। তিনি আসলে হয়তো বড় ধরণের ঘটনা ঘটতো না।

খবর পেয়ে মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুল করিম, গাংনী থানার ওসি বানি ইসরাইলের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম ঘটনাস্থলে পৌছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে। বর্তমানে এলাকায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে।

গাংনী থানার ওসি বানি ইসরাইল বলেন, ঘটনাস্থলে আছি। তদন্ত চলছে।